Your Name
or
Institution Logo

Chapterwise
MOCK
TEST

দশম শ্রেণির জন্য

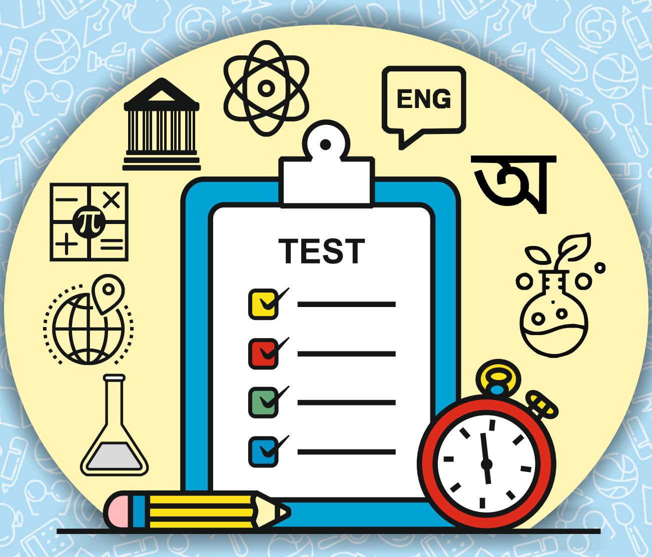

ইতিহাস

CHAPTERWISE MOCK TEST

শ্রেণি: দশম

বিষয়: ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়: ইতিহাসের ধারণা

সময় : 1 ঘণ্টা **পূর্ণমান: 25**

১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:- **1 × 5 = 5**

(i) 'History from below' গ্রন্থটি রচনা করেন—

(ক) ই পি থমসন (খ) মার্ক ফেরো (গ) লয়েজ জর্জ (ঘ) ভিনসেন্ট স্মিথ।

(ii) নতুন সামাজিক ইতিহাসচর্চা শুরু হয়—

(ক) ১৯৫০-এর দশকে (খ) ১৯৬০-এর দশকে (গ) ১৯৭০-এর দশকে (ঘ) ১৯৮০-এর দশকে।

(iii) ভারতে ফুটবল খেলা প্রবর্তন করেন—

(ক) ইংরেজরা (খ) ওলন্দাজরা (গ) পোর্তুগিজরা (ঘ) ফরাসিরা।

(iv) দাদাসাহেব ফালকে যুক্ত ছিলেন—

(ক) চলচ্চিত্রের সঙ্গে (খ) ক্রীড়া জগতের সঙ্গে

(গ) স্থানীয় ইতিহাসচর্চার সঙ্গে (ঘ) পরিবেশের ইতিহাসচর্চার সঙ্গে।

(v) কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের ইতিহাস অন্তর্গত হবে—

(ক) ফোটোগ্রাফির ইতিহাসের (খ) খেলাধূলার ইতিহাসের

(গ) বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ইতিহাসের (ঘ) পরিবেশের ইতিহাসের।

২। নির্দেশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও— **1 × 4 = 4**

(i) **একটি বাক্যে উত্তর দাও:**

নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার জনক কে?

(ii) **একটি বাক্যে উত্তর দাও:**

'সাইলেন্ট স্প্রিং' গ্রন্থটি কে রচনা করেন?

(iii) **ঠিক/ভুল লেখো:**

মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালিকে নৃত্যের বিষয়ে আগ্রহী করে তুলেছিলেন উদয়শংকর।

(iv) **বিবৃতির-র সঙ্গে ব্যাখ্যা মেলাও:**

বিবৃতি : সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ব্যাখ্যা-১ : এইসব পত্রপত্রিকায় সমসাময়িককালের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের প্রতিবেদনও আলোচনা করা হয়।

ব্যাখ্যা-২ : এইসব পত্রপত্রিকা সম্পাদনা করেন শিক্ষিতরা।

ব্যাখ্যা-৩ : এইসব পত্র-পত্রিকায় প্রতিদিনের ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়।

৩। দু/তিনটি বাক্যে নিম্নলিখিত যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **$2 \times 2 = 4$**

(i) আধুনিক ইতিহাসচর্চা বৈচিত্র্যপূর্ণ কেন?

(ii) খেলার ইতিহাসে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ বিখ্যাত কেন?

(iii) 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার বিষয়বস্তু কী ছিল?

৪। সাতটি/আটটি বাক্যে নিম্নলিখিত যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **$4 \times 1 = 4$**

(i) নতুন সামাজিক ইতিহাসচর্চা বলতে কী বোঝ?

(ii) আধুনিককালে স্থাপত্যের ইতিহাসচর্চার পরিচয় দাও।

৫। পনেরো/ষোলোটি বাক্যে নিম্নলিখিত যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **$8 \times 1 = 8$**

(i) খাদ্যাভাসের ইতিহাসচর্চার গতিপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য লেখো। $5 + 3$

(ii) যানবাহন-যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাসচর্চার চরিত্র অতিসংক্ষেপে আলোচনা করো। স্থানীয় ইতিহাসচর্চা গুরুত্বপূর্ণ কেন? $3 + 5$

(iii) নারী ইতিহাসের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখো। 8

Sample Answer

CHAPTERWISE MOCK TEST

শ্রেণি: দশম

বিষয়: ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়: ইতিহাসের ধারণা

উত্তরপত্র

১। (i) (ক) ই পি টমসন (ii) (খ) ১৯৬০-এর দশকে (iii) (ক) ইংরেজরা
(iv) (ক) চলচ্চিত্রের সঙ্গে (v) (গ) বিজ্ঞান প্রযুক্তির ইতিহাসের

২। (i) নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার জনক হলেন রণজিৎ গুহ।
(ii) 'সাইলেন্ট স্প্রিং' গ্রন্থটি রচনা করেন র‍্যাচেল কারসন।
(iii) ঠিক।
(iv) ব্যাখ্যা-১ : এইসব পত্রপত্রিকায় সমসাময়িককালের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের প্রতিবেদনও আলোচনা করা হয়।

৩। (i) নানা নতুন বিষয় আলোচনার মাধ্যমে আধুনিক ইতিহাসচর্চা বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এইসব বিষয় হল— নতুন সমাজ, খেলাধূলা, খাদ্যাভ্যাস, শিল্পচর্চা, পোশাক-পরিচ্ছদ, যানবাহন-যোগাযোগ ব্যবস্থা, দৃশ্যশিল্প, স্থাপত্য, স্থানীয় অঞ্চল, শহর, পরিবেশ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিদ্যা, নারীদের বিষয় প্রভৃতি।

(ii) বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের পটভূমিতে ইংরেজ বিরোধিতা প্রবল আকার নেয়। এই পরিস্থিতিতে ফুটবল খেলা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

মোহনবাগানের ভূমিকা: ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে তৈরি হওয়া মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের ফুটবল দল ইংরেজ সৈন্যদের নিয়ে তৈরি ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্ট দলের বিরুদ্ধে খেলায় অবতীর্ণ হয়। সম্পূর্ণ খালি পায়ে খেলে আই এফ এ শিল্ড জয় করে মোহনবাগান।

(iii) ১৮৫৮ খ্রি. ১৫ নভেম্বর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

বিষয়বস্তু: রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক নানা বিষয় নিয়ে এই পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হত। মূলত বিধবা বিবাহ আন্দোলন, ভারতে নারী শিক্ষার প্রসার, শিল্পায়ন। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ, মহারানির ঘোষণাপত্র, নীলচাষিদের আন্দোলন, জমিদারি ব্যবস্থার কুফল, ইলবার্ট বিল সমর্থন, দেশীয় ভাষা সংবাদপত্র আইনের বিরোধিতা প্রভৃতি ছিল এই পত্রিকার বিষয়বস্তু।

৪। (i) **ভূমিকা:** আগে ইতিহাস বলতে রাজা ও রাজবংশের কাহিনি ও সালতামামি বোঝাত। কিন্তু ১৯৬০-এর দশক থেকে এই ধারণায় পরিবর্তন আসে। এইসময় থেকে একশ্রেণির ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, একটি রাজপরিবারের কাহিনি একটি দেশের প্রকৃত ইতিহাস হতে পারে না। ওই দেশের অসংখ্য জনসাধারণের কাহিনিই হল প্রকৃত ইতিহাস। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করেই নতুন সামাজিক ইতিহাস চর্চা শুরু হয়। বিষয়টি আবার নিম্নবর্গীয় (History from below) ইতিহাসচর্চার অন্তর্ভুক্ত।

বিষয়: সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ থেকে সংখ্যালঘু ধনী-অভিজাত শ্রেনিই এই ইতিহাসচর্চার অন্তর্ভুক্ত। এই ইতিহাসে মানুষের সামাজিক অবস্থান, আচার-আচরণ, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, খেলাধূলা, বিনোদনসহ সব বিষয় পাওয়া যায়।

বৈশিষ্ট্য: অ্যানাল মতবাদী ঐতিহাসিকরা বিশেষ করে মার্ক ব্লখ, রয়া লাদুরি, ইতিহাসচর্চায় সামাজিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এতে সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, শিক্ষা, বিনোদন, সংস্কৃতি প্রভৃতিও আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। এতে উঠে এসেছে সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষদের কথাও। কার্ল মার্কস, জি এম ট্রেভেলিয়ন এই ধারার ইতিহাসচর্চার পুরোধা ব্যক্তিত্ব রূপে স্বীকৃত। এছাড়া নিম্নবর্গীয় মানুষের ইতিহাস তুলে ধরেছেন রণজিৎ গুহ, শাহিদ আমিন, গৌতম ভদ্র প্রমুখ ইতিহাসবিদ।

গুরুত্ব: নতুন সামাজিক ইতিহাসচর্চায় নিম্নবর্গীয় দরিদ্র মানুষদের কথাও উঠে এসেছে। ফলে সার্বিক ইতিহাস চর্চা ও চর্যার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে।

(iii) **স্থাপত্যের ইতিহাসচর্চা—**

ভূমিকা: সেই সুদূর অতীতে গুহাবাসী মানুষ যেদিন ঘরবাড়ি তৈরি করতে শিখেছিল। সেদিন থেকেই স্থাপত্যশিল্পের সূচনা হয়েছে এবং বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে।

(1) **স্থাপত্য নির্মাণ:** অতীতে মূলত রাজা-মহারাজা এবং ধনী সম্প্রদায়ের মানুষের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপত্য নির্মিত হত। বর্তমানে শাসকগোষ্ঠী ছাড়া অন্যান্য মানুষজনও স্থাপত্য নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত।

(2) **স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসচর্চা:** স্থাপত্য নির্মাণের পটভূমি, স্থাপত্য রীতি, স্থাপত্যের বিবর্তন, পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি বিষয়ের ইতিহাস নিয়ে গড়ে উঠেছে স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাস। বিষয়টি আবার নতুন সামাজিক ইতিহাসেরও অন্তর্গত।

(3) **ভারতে স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসচর্চা:** উনিশ-কুড়ি শতকে ভারতে স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাস চর্চার সূচনা হয়। এক্ষেত্রে আলেকজান্ডার কানিংহাম, পার্সি ব্রাউন, জেমস ফার্গুসন, ক্যাথরিন অ্যাশার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

(4) **বাংলায় স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসচর্চা:** বাংলায়ও বিষয়টি নানাভাবে চর্চিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে জর্জ মিশেল, বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শামসুন্নাহার লাভলী, নাজিমুদ্দিন আহমেদ, রবিউল হুসেন, ডেভিড ম্যাককাচ্চন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার: আধুনিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে স্থাপত্যের ইতিহাসচর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরফলে যেমন শিল্পচর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ দিক জানা যায়, তেমনি আগামী দিনের ইতিহাসচর্চার পথ সুগম হয়।

৫। (i) **ভূমিকা:** মানব সভ্যতার সেই আদিম যুগ থেকেই মানুষের খাদ্যাভ্যাসের ধারাবাহিক বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এই বিবর্তন ও পরিবর্তনে কোনো সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব বর্তমান। যা আধুনিক ইতিহাসচর্চার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে।

খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাসচর্চা: খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাসচর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ কালিনারি প্রফেশনালস। সাম্প্রতিককালে খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাসচর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে কে. টি. আচয়, ক্লড মার্কভিটস, প্যাট চ্যাপম্যান, ক্রিস্টান জে গ্রিমিলিয়ন, হারভে লেভেনস্টেইন, জোনাথন রাইট, রিয়াই টান্নাহিল, বিজয়া চৌধুরী, হরিপদ ভৌমিক প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

খাদ্যাভ্যাসের ঐতিহাসিক গতি: সেই খাদ্যসংগ্রাহক থেকে খাদ্যউৎপাদক মানুষ রান্না করা খাবার খাওয়া শুরু করা পর্যন্ত খাদ্যাভ্যাসের অগ্রগতির একটা পরিচয় পাওয়া যায়। আগুন ব্যবহার করার ফলে মানুষের খাদ্যাভ্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। পরিবর্তন আসে তার দৈহিক গঠনেও। বিভিন্ন যুগে খাদ্যাভ্যাসের তারতম্যও দেখা যায়। যেমন হরপ্পা সভ্যতার মানুষের খাবার ছিল গম, যব, মাছ, মাংস ইত্যাদি। বৈদিক সভ্যতার মানুষ গম, যব, চাল, শাকসবজি, মাছ, মাংস, দুধ ও দুধ জাতীয় খাবার খেত।

মৌর্য ও পাল যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে আবার গুপ্ত ও সেন যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে নিরামিষ খাবারের প্রবনতা বেড়েছিল। ভারতে সুলতানি ও মুঘল যুগে ইসলামিক সংস্কৃতির প্রভাবে খাদ্যাভ্যাসও প্রভাবিত হয়। মুঘলদের প্রভাবে ভারতে মোগলাই খাবারের প্রচলন হয়। ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ার পর বিভিন্ন রকম ঢাকাই খাবার প্রচলিত হয়। পোর্তুগিজদের প্রভাবে বাংলায় মিষ্টি জাতীয় খাবারে নানা পরিবর্তন আসে এবং আলুর প্রচলন হয়। ছানার তৈরি রসগোল্লা ও অন্যান্য মিষ্টি জনমানসে এমনকী পুজোর নৈবেদ্যও জায়গা করে নিয়েছে। তেমনি ব্রিটিশ আমলে ভারতে কেকসহ বিভিন্ন ধরনের বিদেশি খাবারের প্রচলন হয়। পরবর্তীকালে ভারতে চিনা খাবারের ব্যাপক প্রচলন ঘটে।

খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাসচর্চার বৈশিষ্ট্যসমূহ—

(1) খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাসচর্চার ফলে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের কথা জানা যায়।

(2) খাদ্যাভ্যাসের উপর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রভাব দেখা যায়।

(3) খাদ্যাভ্যাস মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা তুলে ধরে।

(4) খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে মানুষের অবস্থানগত ভৌগোলিক সত্ত্বার পরিচয় পাওয়া যায়।

(5) খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে কোনো জনগোষ্ঠীর জাতি বা গোষ্ঠীগত পরিচয় পাওয়া যায়।

(ii) **যানবাহন-যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাসচর্চা—**

সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানব সভ্যতার অগ্রগতির বাহন যানবাহন-যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাস সুপরিচিত। যে ইতিহাস দেশের বৃহত্তর সামগ্রিক ইতিহাসকেও নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রাচীনকালে চাকা আবিষ্কার থেকে শুরু করে বর্তমানকালের ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। এই ব্যবস্থা কেবলমাত্র আমাদের দেশকে নয়, সারা পৃথিবীকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে।

যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাস আধুনিক ইতিহাসচর্চায় নবদিগন্তের উন্মোচন করেছে। কেননা যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে মানব সভ্যতার সার্বিক উন্নয়ন জড়িত। বর্তমানে ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক ভিন্ন ধরনের বিপ্লব ঘটিয়েছে।

স্থানীয় ইতিহাসচর্চার গুরুত্ব: ইতিহাসচর্চার অন্যতম বিষয় হল স্থানীয় ইতিহাস। কোনো স্থানের নিজস্ব ইতিহাসকে আঞ্চলিক বা স্থানীয় ইতিহাস বলা হয়। কোনো স্থানের প্রাচীন স্থাপত্য, লোককাহিনি, লোকসংস্কৃতি, জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি নানান বিষয় নিয়ে স্থানীয় ইতিহাস গড়ে ওঠে। আধুনিক ইতিহাসচর্চায় স্থানীয় ইতিহাসের চর্চা বর্তমানে তাই বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

প্রামাণ্য ইতিহাসে সব জায়গায় পরিচিতি থাকে না। গুরুত্ব বেশি না থাকলে সেই স্থানের বিবরণ থাকে না। সেক্ষেত্রে স্থানীয় ইতিহাস সেই অভাব পূরণ করে। জাতীয় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অনেক সময় স্থানীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত চালচিত্র তুলে ধরা হয়। স্থানীয় ইতিহাস থেকে জনগোষ্ঠীর ইতিহাসও জানা যায়। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও স্থানীয় ইতিহাস চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(iii) **নারী ইতিহাস চর্চা:** মানব জাতির ইতিহাসের অর্ধেক অংশ হল নারী। কিন্তু এই নারীরা ইতিহাসে ছিলেন বঞ্চিত। তবে সাম্প্রতিককালের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে নারী ইতিহাস চর্চা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। অতীতকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ইতিহাসে নারীদের অবদান কী ছিল তা-ই এই ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

(1) **ইতিহাসে নারীর ভূমিকা:** সুপ্রাচীনকাল থেকেই ইতিহাসে নারীর ভূমিকা বর্তমান। ভারতসহ পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকালে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে নেফারতিতি, ক্লিওপেট্রা, রাজিয়া, নূরজাহান, দুর্গাবতী প্রমুখ নারীরা আপন কীর্তির জোরে ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছেন। ঠিক তেমনি কুড়ি-একুশ শতকেও বহু নারী আপন কীর্তির মাধ্যমে ইতিহাস প্রসিদ্ধারূপে চিহ্নিত।

(2) **ইতিহাসে নারী বঞ্চিত:** ইতিহাসের নিরিখে বহু নারীর কৃতিত্ব বিশেষ গুরুত্ব পেলেও, তাঁরা ইতিহাসে স্থান পেতেন না।

(3) **নারী ইতিহাস চর্চার সূচনা:** নারী ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে নারীদের কৃতিত্বকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া শুরু হয়েছে। ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষকে সমান মর্যাদা দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। ১৯৭০-এর দশক থেকে নারী ইতিহাসচর্চার সূচনা ঘটেছে।

(4) **পাশ্চাত্যে ও ভারতে নারী ইতিহাস চর্চা:** পাশ্চাত্যে নারী ইতিহাসচর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে নানা গ্রন্থ। এক্ষেত্রে জোয়ান কেলি, গের্ডা লার্নার, বেটি ফ্রিডান, কেটলিন মোরান, জেসিকা ভ্যালেন্টি, জুডিথ বাটলার প্রমুখ ইতিহাসবিদ গবেষক উল্লেখযোগ্য। ভারতে এক্ষেত্রে নীরা দেশাই, জেরাল্ডিন ফোর্বস, বি. আর. নন্দ, কমলা ভাসিন এর কথা এ প্রসঙ্গে যেমন মনে আসে তেমনি বাংলায় নারী ইতিহাস প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন, রমেন্দ্র চৌধুরী, মন্মথনাথ সরকার, রাজশ্রী বসু, চিত্রা দেব, মালেকা বেগম, মাহমুদ শামসুল হক প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার: সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী ইতিহাসচর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীদের ভূমিকাকে বাদ দিয়ে ইতিহাসচর্চা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই নারী ইতিহাস আধুনিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।